লোকেরা সন্ধের শো দেখে। তখন ঝিকমিকে আলো জ্বলে, খেলাও নাকি বেশি দেখানো হয়। সে যা হোক যা পাচ্ছি তাতেই খুশি। গ্যালারির টিকিট আমাদের। বৃত্তাকার এরিনা ঘিরে কয়েক সারি চেয়ার, সে টিকিটের দামও বেশি। দর্শক মেরেকেটে শ'খানেক হবে। সবই গ্যালারির।

ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো করে বাজনা বাজছে, দু'পাশে সরে গেল মেরুন রংয়ের পর্দা, রঙিন পোশাক পরা একদল মেয়ে সাঁইসাঁই করে সাইকেল চালিয়ে ঢুকে পড়ল এরিনায়। ঘুরতে লাগল বৃত্তাকারে, সঙ্গে কত যে কসরত। একটা শেষ না হতেই আর একটা খেলা শুরু। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি? হাতির সাইকেল চালানো, শিবপুজো, জলহস্তির বিরাট হাঁয়ের মধ্যে মাথা ঢোকানো, তাকে পাউরুটি খাওয়ানো। ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর বা একচাকার সাইকেলের ওপর সুন্দর সুন্দর মেয়েদের কসরত! ট্র্যাপিজের খেলা তার সঙ্গে জোকারদের কাণ্ড। কাকাতুয়ার রিকশা চালানো। কাঠের বোর্ডে হেলান দিয়ে সুন্দরী এক মেয়ে, চোখবাঁধা অবস্থায় এক খেলোয়াড় বড় বড় ছোরা ছুঁড়ল মেয়েটির দিকে। সেই চকচকে ধারালো ছোরাগুলো খচখচ করে বিঁধে গেল মেয়েটির হাত পা মাথা বুক ঘেঁষে পিছনের বোর্ডে। এ খেলা দেখার সময় ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। শুধু বাতাস কেটে সাঁটসাঁট করে ইস্পাতের চকচকে ফলাগুলো উড়ে যাচ্ছে আর

একটা শেষ না হতেই আর একটা খেলা শুরু। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি? হাতির সাইকেল চালানো, শিবপুজো, জলহস্তির বিরাট হাঁয়ের মধ্যে মাথা ঢোকানো, তাকে পাউরুটি খাওয়ানো। ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর বা একচাকার সাইকেলের ওপর সুন্দর সুন্দর মেয়েদের কসরত! ট্র্যাপিজের খেলা তার সঙ্গে জোকারদের কাণ্ড। কাকাতুয়ার রিকশা চালানো

খট করে বিঁধে যাচ্ছে বোর্ডে, মেয়েটির একেবারে গা ঘেঁষে। তারপরেই এসে পড়ল ছুটন্ত ঘোড়ার দল, তাদের পিঠে বসে দাঁড়িয়ে নানা কসরত দেখাচ্ছে একদল রঙিন প্রজাপতির মতো মেয়ে।

জোকারেরা সব খেলাই খেলতে চেষ্টা করছে আর দুমদাম পড়ছে। আমরা তাদের কাণ্ড দেখে হাসছি। পড়ে গিয়ে জোকারেরা কাঁদছে নানা অঙ্গভঙ্গি করে। রেগে যাচ্ছে আর রেগে গেলেই তাদের পিছন দিয়ে ফুসসস করে ফোয়ারার মতো ধোঁয়া মানে সাদা পাউডার বা ওইরকম কিছু বেরোচ্ছে। খুবই অস্বস্তিকর আর হাস্যকর কাণ্ড। আমরা ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যে চিমটি কাটছি আর হাসছিও ফিকফিক করে।

হঠাৎ আমরা খেয়াল করি এরিনার গা ঘেঁষা প্রথম সারির দর্শকাসনে একটিমাত্র দর্শক বসে। জোকারেরা তার কাছাকাছিই গিয়ে পাউডার ছড়ানোর কাণ্ডটা করছে। বোকা নাকি লোকটা, অত সামনে গিয়ে বসবার দরকারটা কি? আর তো কেউ নেই ওখানে, দু'সারি পিছিয়ে এসে বসলে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়? কে এটা? পিছন থেকে তার মোটা গর্দান, চুলের ছাঁট, তর্জনী তুলে জোকারদের শাসানোর ভঙ্গিটি কেমন চেনা চেনা। মা–বাবা, কাকিমা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকল এই কথাটাই। লোকটি কি আমাদের গোপাল কাকু? তেমনই যেন লাগছে। লোকটির রয়্যাল ব্লু রংয়ের কোটপ্যান্ট আর চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে ওই ফোয়ারার পাউডারে। ভদ্রলোক রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেই জোকারটি কান ধরে উঠবোস করে, হাতজোড় করে, ডিগবাজি খেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকল।

সার্কাসের নানা কসরত সঙ্গে পাউডারের খেলাটিও সবাই মনের আনন্দে উপভোগ করছে। দর্শকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ। এমন নতুন ধরনের খেলায় দর্শকের হাততালি পড়ল বিস্তর এবং তারা হাসতেও লাগল। একই গ্রামের লোক, গ্রামতুতো আত্মীয়তার সুবাদে আমাদের হাসিতে খানিক ব্রেক পড়ল। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম আচ্ছা দু'সারি পিছিয়ে এলেই হয়! তা হলে তো পাউডারে পাউডারে সারা শরীর এমন ছয়লাপ হয় না। জোকারের দুষ্টুমির টার্গেট হতে হয় না। দর্শকদের হাসির খোরাক হতে হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কারও সে সাহস বা ইচ্ছে হল না গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে তাকে পরামর্শ দেয়। ভালো বুঝে পরামর্শ দিতে গেলে যদি ধাঁই করে একটা ঘুষিটুষি চালিয়ে দেয়। কিন্তু গোপালকাকু সবসময় প্রথমদিন শো দেখতেই অভ্যস্ত, আজ তো এ শহরে সার্কাসটির চতুর্থ দিন। ধুর ছাই এটা অন্য কেউ হলেই মঙ্গল!

যাই হোক একসময় খেলা শেষ হল। আমরাও সার দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এবার মিষ্টির দোকানে যাওয়া ও খাওয়া, তারপর বাসস্ট্যান্ড। লাস্ট বাস ছাড়বে সাড়ে পাঁচটায়, কাজেই তাড়াহুড়োর ব্যাপার আছে। কিন্তু বাইরের গেটের কাছাকাছি এসেই পাউডার ধূসরিত গোপালকাকুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলাম আমরা। অনেকটাই ঝেড়ে ফেলেছেন তবুও চোখের পল্লব, ভ্রূ, নাকের ডগা, কানের লতি, কপালের ওপরের ঢেউখেলানো উত্তমকুমার স্টাইলের চুল সব সাদাটে ফ্যাকাশে মতো। চমৎকার কোট প্যান্ট, কালো শু সবই পাউডার–ধূসরিত। ক্ষুব্ধ গোল্লাচোখে কাকু আমাদের দলটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কেমন এক স্তব্ধতা তারপর আমার বাবা এগোলেন, 'ও গোপাল, আচ্ছা। বেশ ভালো সার্কাস। আইজ তো চতুর্থ দিন।'

–হ্যাঁ, পেটের গোলমাল ছিল।

–একাই নাকি, বাচ্চারা?

–হ্যাঁ। একাই।

–আমরা বাস ধরব। এদের সব চা মিষ্টি খাওয়ায়ে বাসস্ট্যান্ড যাব।

গোপাল কাকা নিরুত্তর।

–তা, তুমি চা–টা খাবা। তা হলে চল আমাদের সঙ্গে।

–না।

–আইচ্ছা। আমরা আগাই।

–হুম। হনহনিয়ে হাঁটা দেয় গোপালকাকা। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আমাদের কাকিমা একটু নরম মনের মানুষ। তিনি বলেন, 'আহা রে। দুঃখে বেদনায় লজ্জায় গোপাল ঠাকুরপো যেন ক্যামন হয়া গ্যেছে গো। তারে অনুরোধ করে সঙ্গে নেওয়া লাগচিল গো।'

–আরে থাউক, গোলমাইলা মানুষের সঙ্গ করা বিবেচনার কাম না। একই গ্রামের তাই ভদ্রতা কইরা কথা কওন লাগে। সে তত কথাবার্তা কইতে চায় না। চল চল সব।

আমাদের ন'জনের দলটি রিকশায় চেপে বাবা কাকাদের পছন্দের দাস কেবিনের দিকে রওনা দেয়। দাস কেবিন, বকুলতলা আর মাধবী সুইটস পাশাপাশি তিনটে দোকান তখন শহরে। নতুন হলেও দাস কেবিন বেশ নাম করেছে অল্প সময়ে। বিশেষ করে ওদের রসমালাই আর ছানার জিলিপি। কলকলিয়ে রিকশা থেকে নামি। ও মা! পাউডার ধূসরিত গোপালকাকু প্রথম টেবিলে, সামনে বড় বড় রসগোল্লা ভর্তি প্লেট। তুলছেন আর টপটপ মুখে পুরছেন। ছানার জিলিপি আর কালাকাঁদ ভর্তি দু'টো প্লেট নামল ওঁর সামনে তখুনি। ওঁকে এড়ানোর জন্যেই হয়তো পাশের বকুলতলায় ঢুকল আমাদের দল। কিসের দুঃখে কে জানে। মা বলে, 'কোথায় বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আনন্দ করে সার্কাস দেখবে, খাবেদাবে তা না। স্বভাব যায় না ম'লে... কয়লা যায় না ধুলে। জোকাররা ঠিক মানুষই চিনছে...'।

অঙ্কন ঃ অন্তরা মুখোপাধ্যায়

অণুগল্প

প্রতিফলিত আলো

নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত

–ম্যাম, ভদ্রলোক কে?

–আমার স্বামী।

আজকাল সবিতার সঙ্গে শহরে বা জেলা পরিষদের কার্যালয়ে গেলে মাঝেমাঝে এ ধরনের প্রশ্নোত্তর শুনে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে চন্দ্রমোহন। অথচ বছরখানেক আগেও তার পরিচয়েই পরিচয় ছিল সবিতার — চন্দ্রমোহনের স্ত্রী। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে প্রথম যে বার প্রার্থী হয়ে সদস্য নির্বাচিত হয় সবিতা, প্রথম প্রথম খুবই আড়ষ্ট হয়ে থাকত। চন্দ্রমোহনকেই সদস্যের হয়ে সবদিক সামলাতে হত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের এই আসনটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়। লেখাপড়া জানা তেমন মহিলাপ্রার্থী খুঁজে না পেয়ে দল মাধ্যমিক পাশ সবিতাকেই প্রার্থী করে। দলের মহিমায় জিতেও যায় সবিতা। আর ভাগ্য কাকে বলে! দলের মাথা দুই নেতার রেষারেষিতে সভাধিপতি নির্বাচিত হয় সবিতা দেবশর্মা। আবগারি দপ্তরের মন্ত্রী বিমল বর্মণের বোন ঊর্মিলা বা দলের জেলা সভাপতি সুবল রায়ের মেয়ে মুক্তি রায় সভাধিপতি হবেন এমনটাই নিশ্চিত ধারণা ছিল সকলের। তাই ঘোষণা শুনে চমকে উঠেছিল সবাই।

সবিতার প্রতিফলিত আলোয় দিনদিন আকাশের চাঁদ হয়ে ওঠে চন্দ্রমোহন। জেলা পরিষদের কোনও কাজ পেতে, সুবিধা নিতে লোক চন্দ্রমোহনকেই ধরে। প্রথম প্রথম সে আনন্দই পেত। সে যে আসলে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার অধিকারী তা উপলব্ধি করতে তার বেশ কিছুদিন কেটে যায়।

স্বাধিকারপ্রমত্ত পুরুষের চোখে ক্রমশ সূর্যকিরণ তির হয়ে বেঁধে, অন্তরে বেদনার মৃদঙ্গ বাজে। সবিতার প্রতিফলিত আলোয় উজ্জ্বল চাঁদ হয়ে আকাশে বিরাজ করতে কোথায় যেন তার বাঁধছে আজকাল। তাই সেদিন যখন দলনেতা এক সভায় তার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, সভায় উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি সবিতা দেবশর্মার স্বামী মাননীয় শ্রী চন্দ্রমোহন দেব...

বাক্য সম্পূর্ণ হতে না দিয়েই ফোঁস করে উঠল চন্দ্রমোহন — আমার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে মুকুলবাবু। আমি একজন প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য।

কথা তো নয় যেন বোমা পড়ল মঞ্চে। উপবিষ্ট সকলেই হকচকিয়ে উঠলেন। দলনেতা মুকুল সেন বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে অবশেষে যেন সংবিত ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন, উনি ... মানে ... চন্দ্রমোহনবাবু ... একজন ... শিক্ষক ... একজন...

বিন্নির প্রজাপতি

মনোজকুমার রায়

বিন্নি প্রতিদিন সকালে উঠে মুখে ব্রাশ পুরে নিয়ে বাইরে উঠোনে যায়। সেখানে তার ছোট কাকার লাগানো কয়েকটি ফুলের গাছ, তার চারধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝে একটি ছোট্ট ঢোকার গেট। পাঁচ বছরের বিন্নি কাকার ফুল গাছের পাশে একটি মালতী ফুলের চারা লাগিয়েছে দিন সাতেক আগে। সেদিন থেকেই তার আসা যাওয়া শুরু। ছোট গ্লাসে করে সকাল সন্ধ্যা জল দেওয়া, কচি পাতায় চুমু খাওয়া আর বলা — 'তাড়াতাড়ি বড় হও, ফুল হয়ে ফোটো'।

বেশ কয়েকদিন পরে মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখে ছোট কাকার লাগানো ফুল গাছে ফুল ফুটেছে। দু'টি রঙিন প্রজাপতিও ঘুরঘুর করছে। বিন্নি ফুল আর প্রজাপতি দেখে আপ্লুত বদনে তার ফুলের গাছটির কাছে দৌড়ে গেল। দেখল গাছটি বড় হয়েছে, পাতাও ধরেছে, কিন্তু কুঁড়ি ধরেনি। কাল, পরশু, তরশু নেই কোন কুঁড়ি। বিন্নি দুঃখ পেল, রাগও হল — 'এই হতচ্ছাড়া প্রজাপতির জন্যই আমার গাছটাতে ফুল ধরে না, শুধু কাকার গাছগুলোতেই বসে আমারটায় না'।

সেদিন বিকেলে দু'টি রঙিন প্রজাপতি কাগজে এঁকে বিন্নি আলপিন দিয়ে তার মালতী ফুলের গাছের ডালে এঁটে দেয়। পরের দিন সকাল হতে না হতে বিছানা থেকে উঠে উঠোনে এসে দেখে তার ফুল গাছে লাগানো কাগজের প্রজাপতি দু'টির উপর বসে আছে দু'টি রঙিন প্রজাপতি। তারা চুপিচুপি বসে তাকিয়ে আছে মালতীর ডগায় সদ্য মাথা চাড়া দেওয়া কুঁড়িটির দিকে। কখন সে কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটবে। বিন্নী চোখ দু'টি দু'হাতে ঘষে তাকিয়ে থাকে আর বিড়বিড় করে — 'স্বপ্নে যা দেখেছি তাই দেখছি।'

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক